অসুবিধা অতিক্রম করা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অসুবিধা অতিক্রম করা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

অসুবিধা অতিক্রম করা

প্রথম সংস্করণ। 12 নভেম্বর, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটিতে অসুবিধা অতিক্রম করার কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 153-157 এর উপর ভিত্তি করে:

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না। আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব'। তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অসুবিধা অতিক্রম করা

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 153-157

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١٥٤

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ
ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥

ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٧

"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।

আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন।

যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব'।

তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

“হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না। আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, তবে ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন। যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব’। তারাই যাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

" *হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর..."*

ধৈর্য হল যখন কেউ তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে যায় এবং তাদের অগ্নিপরীক্ষার সময় মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা। ধৈর্যশীল হওয়ার মূল হল ইসলামিক জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা।

একজন ব্যক্তি যত বেশি ইসলামী জ্ঞান শিখবে এবং তার উপর আমল করবে, ততই তারা বুঝতে পারবে যে মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার সবকিছুই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার পিছনে রয়েছে প্রজ্ঞা। তাদের কাছ থেকে লুকানো। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী, যিনি তার ভাইদের দ্বারা অল্প বয়সে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, অন্ধকার ও গভীর কূপে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, একটি শিশু ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি এবং অন্যায়ভাবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই প্রতিটি ঘটনা তাকে কিছু শিক্ষা শিখতে দেয় যা তাকে মিশরের জনসংখ্যাকে একটি বিশাল দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে প্রস্তুত করে। তিনি যে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা সহ্য না করলে তিনি লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচাতে পারতেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই প্রজ্ঞাগুলিতে বিশ্বাস করা এবং তাই, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা, তাই একজন ব্যক্তির ঈমানের অংশ। মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর প্রশংসা করা সহজ কিন্তু আসল পরীক্ষা হল যখন কেউ অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তারপরও তাঁর আনুগত্য করে এবং প্রশংসা করে।

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকে তাদের অসুবিধাগুলিকে অন্যান্য লোকেদের সাথে তুলনা করতে সাহায্য করে, যারা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল এবং আরও বেশি অসুবিধা সহ্য করেছিল। এই তুলনা একজনকে

তাদের নিজেদের অসুবিধাকে ছোট করতে সাহায্য করে যা তাদের ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। এটি তখনও অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের সময়ের মধ্যে অন্য লোকেদের পর্যবেক্ষণ করে যারা তাদের চেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়।

ইসলামিক শিক্ষাগুলি একজনকে ভাগ্যের গুরুত্ব এবং কীভাবে তাদের জীবনে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখি হবে তা বোঝার অনুমতি দেয়, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় হোক বা অসুবিধা, অনিবার্য। অনিবার্য এবং অনিবার্য কিছু সম্পর্কে অভিযোগ করলে কোন উপকার হবে না। একজন ব্যক্তি কেবল সেই অগণিত পুরষ্কারটি হারাবেন যা তারা অনাকাঙ্ক্ষিত অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে রেখে পেতে পারে। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 10:

"... রোগীকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে [অর্থাৎ, সীমা]।"

একজন ব্যক্তির তাই ধৈর্যের সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং একটি অগণিত পুরষ্কার অর্জন বা অধৈর্যতার সাথে একটি অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের প্রাপ্ত পুরস্কার হারানোর মধ্যে একটি বিকল্প রয়েছে। যেভাবেই হোক তারা অনিবার্য ঘটনার মুখোমুখি হবে, তাই উভয় জগতেই এর থেকে উপকার লাভ করা বোধগম্য। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করা একজন ব্যক্তিকেও বুঝতে পারে যে তারা এই পৃথিবীতে যে জিনিসগুলি কামনা করে তা তাদের জন্য সর্বোত্তম নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে চায় যে এটি তাদের জন্য সেরা, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য চাপের উৎস হয়ে ওঠে। এবং এমন অনেক জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তি অপছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য খারাপ, শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি তাদের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি এটি বোঝে তারা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সময় কম অধৈর্য হবেন যা তাদের আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করে, কারণ তারা বোঝে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

এছাড়াও, তাপের মাধ্যমে সোনা যেমন বিশুদ্ধ হয়, তেমনি মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে মানসিক শক্তি লাভ করে। যারা সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তারা প্রায়ই মানসম্মত এবং এমনকি ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় মানসিক ভাঙ্গন অনুভব করে, যেমন বিবাহের সমস্যা। পরীক্ষার মাধ্যমে, মহান

আল্লাহ একজন মুসলিমের মানসিক অবস্থাকে শক্ত করে দেন যাতে তারা সহজেই ভবিষ্যতের সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

ইসলাম যেমন শিক্ষা দিয়েছে, সব পরিস্থিতিতে, এমনকি স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও ধৈর্যের প্রয়োজন। স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে যাতে তারা প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যেমন সুস্বাস্থ্য বা তাদের বেতন বৃদ্ধি।

এই পৃথিবীতে সমস্যা মোকাবেলার পিছনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, মুসলমানদের জন্য তাদের অধ্যয়ন করা, শেখা এবং তাদের উপর আমল করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য অবলম্বন করে যাতে তারা উভয় জগতেই অগণিত পুরস্কার লাভ করে। একজন ব্যক্তিকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, ঠিক যেমন একজন বিজ্ঞ রোগী তার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে এটা জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাকে তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

ধৈর্যের মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ধৈর্যের একটি দিক হল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা সংশোধন করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন স্ত্রী যে তার স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে তার নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, যেমন তার স্বামী থেকে আলাদা হওয়া। এইভাবে আচরণ করা ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠার সাথে ধৈর্য বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। একইভাবে, কান্নার মতো আবেগ দেখানো যেভাবেই হোক ধৈর্যের পরিপন্থী নয় যেমন হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার দুঃখের জন্য এত

বেশি কান্নাকাটি করেছিলেন যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরও মহান আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা করেননি। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 84:

" এবং তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গেলেন এবং বললেন, "ওহ, ইউসুফের জন্য আমার দুঃখ," এবং তার চোখ দুঃখে সাদা হয়ে গেল, কারণ তিনি ছিলেন একজন দমনকারী।"

এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (আঃ) এর মৃত্যুর মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিতে কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। কারো কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা দেখানো ধৈর্যের পরিপন্থী, এটি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য এবং মানব প্রকৃতির অংশ, যেমন কান্না করা এবং দুঃখ বোধ করা। .

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কষ্টের শুরু থেকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 1302 নং একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধৈর্য প্রদর্শন করা প্রকৃত ধৈর্য নয়, এটি কেবল গ্রহণযোগ্যতা যা স্বাভাবিকভাবেই সবার সাথে ঘটে। একজন মুসলিমকে তাদের কথাবার্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অসুবিধার শুরু থেকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে যাতে তারা অধৈর্যের লক্ষণ না দেখায় এবং এই পৃথিবী থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় রাখে, কারণ অধৈর্যতা প্রদর্শন করে ধৈর্যের পুরষ্কার হারাতে পারে। লাইন

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর..."

প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয় কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার একটি মাধ্যম। মহান আল্লাহর রহমত স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধাগুলিকে স্থানান্তরিত করে এবং একজন মুসলিমকে শক্তিশালী করে যাতে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে।

উপরন্তু, যখন এটি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রার্থনা বিচার দিবসের একটি ধ্রুবক অনুস্মারক। ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

“তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

যখন কেউ নামাযে হাঁটু গেড়ে বসে, তখন এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে তারা শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

“এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অতএব, নামাজ কায়েম করা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা যে কোনো সমস্যায় সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য ঐশ্বরিক রহমত এবং মানসিক শক্তির দিকে নিয়ে যায়, যেমন মহান আল্লাহ যে কোনো পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একজন তার আনুগত্যের উপর অটল থাকে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন"

উপরন্তু, প্রার্থনা যেমন বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলির ভয়াবহতা এবং অসুবিধাগুলি এই বিশ্বের অসুবিধাগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, এই অনুস্মারকটি তাই তাদের যে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে তাকে ছোট করতে সাহায্য করবে, কারণ সমস্ত জাগতিক অসুবিধাগুলি তাদের সমস্যার তুলনায় নগণ্য। বিচার দিবস। এই পৃথিবীতে তারা যত কষ্টের মুখোমুখি হবে, তত বেশি তারা ধৈর্যের সাথে তাদের মোকাবেলা করবে।

যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করে এবং নামাজ কায়েম করে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

“... ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সফলতা লাভ করবে, যদিও তারা পথে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

একজন মানুষ যেমন এই পৃথিবীতে যে সমস্ত পরীক্ষা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার পিছনের সমস্ত প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না, একইভাবে, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের জীবন এবং পার্থিব নিয়ামত উৎসর্গ করে তাদের পুরস্কার ও আশীর্বাদ তারা অনুধাবন করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 154:

“ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।”

এই মহান পদমর্যাদা অর্জনের জন্য ধৈর্য্য ও নামায কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে, কারণ নিজের জীবন ও বরকতকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়ে উৎসর্গ করা একটি কঠিন কাজ, কারণ শয়তান, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শয়তান এবং বস্তুজগত। ক্রমাগত একজন ব্যক্তিকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 153-154:

“... ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।”

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে, তিনিই একমাত্র এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সত্যিকারের জীবিত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, সে জৈবিকভাবে জীবিত হলেও উভয় জগতেই মৃত। কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে এবং যে

ব্যক্তি তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাদের ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারি, 6407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন যে, জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য হল মহান আল্লাহর স্মরণ। অর্থ, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, সেই নেয়ামতগুলোকে ব্যবহার করে যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত রয়েছে, সে জীবিত। এমনকি তারা মারা যাওয়ার পরেও। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই তা বোঝা যায়। যারা এই আচরণ করেছিলেন, যেমন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারা জীবিত থাকাকালীন ইতিবাচকভাবে স্মরণ করা হয়েছিল এবং তাদের মৃত্যুর পরে স্মরণ করা হয়। তাদের শিক্ষা এবং জীবন এমনভাবে অধ্যয়ন করা হয় যা এই ধারণা দেয় যে তারা এখনও মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে যায়, তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত। এটাও সুস্পষ্ট যখন কেউ ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে, যারা পার্থিব জিনিস থাকা সত্ত্বেও একটি হতাশাগ্রস্ত ও দুঃখজনক জীবনযাপন করে, এমন একটি জীবন যা আভ্যন্তরীণভাবে শূন্য, ফুলদানির মতো জীবন পূর্ণ দেখায়। এটি মোটেও বেঁচে নেই। এবং তারা মারা যাওয়ার পরে, তারা খুব কমই ইতিবাচক উপায়ে বিশ্ব দ্বারা স্মরণ করে এবং ইতিহাসের পাদটীকা হয়ে ওঠে যখন তাদের ভক্তরা অন্ধভাবে অনুসরণ করার জন্য পরবর্তী সেলিব্রিটির দিকে চলে যায়। এবং যদি মৃত ব্যক্তি জাহান্নামে শেষ হয়, তবে তারা বিস্মৃতিতে পড়ে থাকবে, জীবিত বা মরবে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 74:

“ নিশ্চয়ই, যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হয়, তার জন্য জাহান্নাম; সে সেখানে মরবে না বা বাঁচবে না।”

অতএব, যে ব্যক্তি সত্যই উভয় জগতে বাস করতে চায় তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশীর্বাদসমূহকে তাদের সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 154:

“ আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না, তারা মৃত। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।”

সাধারণভাবে বলতে গেলে, 154 শ্লোকের শুরুটি একজনের কথাবার্তার উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে। বক্তৃতা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল উত্তম বক্তৃতা যা উপযুক্ত সময়ে বলা উচিত। বক্তৃতার চূড়ান্ত শ্রেণী হল অসার বক্তৃতা। এই ধরনের বক্তৃতা পাপ বা ভাল কাজ হিসাবে বিবেচিত হয় না তবে এই ধরনের কথা খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়, এটিও এড়িয়ে চলাই উত্তম। উপরন্তু, অসার কথাবার্তা বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনার কারণ হবে যখন তারা অযথা কথা বলার সুযোগ এবং সময় নষ্ট করে। তাই একজন মুসলিমকে হয় ভালো কথা বলতে হবে অথবা নীরব থাকতে হবে। সহীহ মুসলিমের ১৭৬ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ তখন মানুষকে এই দুনিয়ার উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষার কথা মনে করিয়ে দেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155:

" এবং আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও জীবন ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে..."

জীবনের পরীক্ষা সহজ: মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে কিছু আশীর্বাদ দান করেছেন এবং তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। এই পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ এবং ন্যায্য হওয়ার জন্য, একজন ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসুবিধা উভয় সময়েই এই পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ, মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ এবং একক নিয়ন্ত্রণ এবং একজন ব্যক্তি যে ঘটনার সম্মুখীন হয়, জীবনের এই পরীক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং চ্যালেঞ্জ করা তাদের এই পৃথিবীতে বা পরকালে সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ, মহান, এই পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীতে তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, ঠিক যেমন একজন জ্ঞানী ছাত্রকে মেনে নিতে হবে তাদের স্কুল, একাডেমিক অ্যাসাইনমেন্ট, হোমওয়ার্ক এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা এবং সহ্য করতে হবে। এই পৃথিবীতে সাফল্য, যদিও ছাত্রদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যয়ন অপছন্দ. একইভাবে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই পৃথিবীতে একটি কাজ করবে না যদি তারা এটি ছাড়া নিজেদের টিকিয়ে রাখার উপায় খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটি সম্ভব নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, নিজেদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের টিকিয়ে রাখার জন্য বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে কাজ করতে হবে। এগুলি পার্থিব বাস্তবতা যা সবাই গ্রহণ করে, তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে। একইভাবে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে জীবনের পরীক্ষার বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, যদিও এটি তাদের কাছে অর্থহীন নয়, কারণ এটির মুখোমুখি হওয়া অনিবার্য।

আগেই বলা হয়েছে, যারা ধৈর্য্য ও নামায কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক শক্তি অন্বেষণ করে, তারা মহান আল্লাহর সঙ্গ লাভ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 153:

" হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

মহান আল্লাহর সঙ্গ উভয় জগতেই ঐশ্বরিক রহমতের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 155:

"... তবে ধৈর্য্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"

এই সুসংবাদটি একজন মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মহান আল্লাহর রহমত তাদের সাথে রয়েছে এবং এটি তাদের শক্তিশালী করবে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সফলভাবে যাত্রা করতে পারে। এটি উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, এমনকি কঠিন সময়েও, ঠিক যেমন মহানবী ইব্রাহীম (আ.)-কে একটি মহান আগুনে নিক্ষেপ করার সময় মানসিক শান্তি দেওয়া হয়েছিল। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 68-69:

"তারা বলল, "তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমার দেবতাদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

এই ধৈর্যশীল লোকেরাই সহজাত সত্যকে স্বীকার করে যে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিই অনিবার্য এবং অনিবার্য ছিল, ঠিক যেমন একটি তীরের মতো যা তার অভিপ্রেত শিকারকে আঘাত করে। এই অর্থটি 156 নং আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 156:

"কে, যখন দুর্যোগ তাদের আঘাত করে..."

তারা বুঝতে পারে যে তারা নিয়তি থেকে পালাতে পারে না, অধৈর্য দেখিয়ে অগণিত পুরষ্কার হারানোর পরিবর্তে ধৈর্য অবলম্বন করে তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা থেকে পুরষ্কার অর্জন করা অর্থপূর্ণ। অধ্যায় 57 আল হাদিদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

যে ব্যক্তি তাদের ভাগ্যকে গ্রহণ করে এবং বোঝে যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম যা বেছে নেন, এমনকি যদি তারা তাঁর পছন্দের পিছনের প্রজ্ঞাগুলিকে

চিনতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি ধৈর্যের দিকে পরিচালিত হবেন। অধ্যায় 64 তাগাবুনে, আয়াত 11:

" আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপর্যয় আসে না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে পথ দেখাবেন..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই ধৈর্যশীল লোকেরাই স্বীকার করে যে তারা এবং এই পৃথিবীতে তাদের যা কিছু আছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, তাই তিনি বেছে নেন কখন এই আশীর্বাদগুলি মঞ্জুর করা হবে এবং কখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"... বলুন, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর..."

একইভাবে একজন ব্যক্তির প্রশ্ন বা অভিযোগ করার অধিকার নেই যখন একটি সংস্থা বা ব্যক্তি অন্য কাউকে ঋণের জন্য প্রদত্ত কিছু ফিরিয়ে নেয়, যেমন অর্থ, একইভাবে একজন ব্যক্তিরও মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার নেই। এই পৃথিবীতে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তিনি ফিরিয়ে নেন, কারণ তাদের যা দেওয়া হয়েছে, এমনকি তাদের নিজের জীবনও, কেবল মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ। এই কারণেই একজন ব্যক্তিকে তাদের দেওয়া সমস্ত আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করতে হবে, কারণ এইভাবে একজন ব্যক্তি তাদের ঋণ দেওয়া নেয়ামত শোধ করে। যদিও, জান্নাতের আশীর্বাদগুলি একটি উপহার যা একজন ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে স্বাধীন হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"...এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছে তাদের প্রত্যাবর্তনের কথা স্মরণ করে এবং তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হয়, যার মধ্যে তারা যে সময়গুলো কষ্টের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ধরেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"...এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতার কথা মনে রাখা সবসময়ই একজনকে কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করার জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার

হয়েছে, একজনের কথা বা কাজের মাধ্যমে অভিযোগ এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা বজায় রাখার একটি চমৎকার হাতিয়ার, যার মধ্যে রয়েছে আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে মঞ্জুর করা হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাকে

উপরন্তু, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, বিচার দিবসে নিজের জবাবদিহিতার কথা মনে রাখা এই পৃথিবীতে যে কোনও অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়, কারণ বিচার দিবসের ভয়াবহতা এবং অসুবিধাগুলির তুলনায় সমস্ত জাগতিক অসুবিধাগুলি তুচ্ছ হয়ে যায়। এই মনোভাব একজনকে ধৈর্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 156:

"...এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব।"

যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের নামাজ কায়েম করার মাধ্যমে মানসিক শক্তি অর্জন করে যাতে তারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতগুলো তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করবে যাতে তারা মানসিক প্রশান্তি নিয়ে সেগুলোতে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 157:

“এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। আর তারাই [সঠিক] পথপ্রাপ্ত।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ত্যাগ করে এবং নামাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হয়, সে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকার মানসিক শক্তি পাবে না। এটি শুধুমাত্র তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উভয় জগতেই চাপ, দুর্দশা এবং সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি যদি তারা সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয় এবং আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করে, কারণ তারা নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। মহান আল্লাহ। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

Achieve Noble Character